জাকসু নির্বাচনে ফরম বিতরণ শুরু, প্রথম দিনে সংগ্রহ ১৩২ প্রার্থীর

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) এবং হল সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। প্রথম দিন আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ৪৬ জন প্রার্থী ফরম সংগ্রহ করেছেন বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

সকাল ১০টায় ফরম বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম দিনের ফরম বিতরণ শেষে বিকেল ৫টায় সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় নির্বাচন কমিশন।

সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম জানান, নির্বাচনের তফসিল অনুসারে সকাল থেকে মনোনয়ন ফরম বিতরণ ও জমাদান কার্যক্রম চলে। প্রথমদিনে কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য মোট ৪৬টি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া ২১টি

আবাসিক হলে হল সংসদ নির্বাচনের জন্য এখন পর্যন্ত ৮৬টি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন শিক্ষার্থীরা। আরো একদিন সময় আছে এবং এই সংখ্যা বাড়বে বলে জানান তিনি।

এদিকে, নির্বাচনের তফসিল অনুসারে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ ও জমাদানের জন্য সময় দেওয়া হয়েছে মাত্র দুই দিন। তবে এ সময় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এ জন্য আজ শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিরা এসে নির্বাচন কমিশন বরাবর সময় বাড়াতে লিখিত আবেদন জমা দেন।

এ ব্যাপারে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ জাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়াম বলেন, ‘আমরা আজ মনোনয়ন ফরম তুলিনি প্রতিবাদস্বরূপ।

যেসব নিয়মকানুন রয়েছে, তা সম্পন্ন করে মনোনয়ন ফরম নিতে হয়, সেটা আবার প্রশাসন জানিয়েছে আগের দিন রাত ১২টার পর। এত অল্প সময়ে তো সবকিছু করা সম্ভব নয়। আমরা এ বিষয়ে মৌখিকভাবে প্রশাসনকে জানিয়েছি। তাদের কাছে সময় বাড়ানোর বিষয়টি জানিয়েছি।’

প্রক্টর অধ্যাপক রাশিদুল বলেন, ‘আমরা শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে মনোয়ন ফরম বিতরণ ও জমা দেওয়ার সময় বাড়ানোর জন্য একটি আবেদন পেয়েছি।

এ বিষয়ে সোমবার রাতে নির্বাচন কমিশন আলোচনায় বসবে। তারপর সিদ্ধান্ত জানানো হবে।’

এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদে (জাকসু) একক প্যানেল দেবে শিবির। তবে তারা বলছে গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে যে কেউ, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কাজ করতে চায় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন লোকজন নিয়ে একটা ইনক্লুসিভ প্যানেল ঘোষণা করবে আগামীকাল।

এ বিষয়ে শাখা ছাত্রশিবিরের অফিস ও প্রচার সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘শুধু ছাত্রশিবির নয় অরাজনৈতিক গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষের এবং ক্যাম্পাস নিয়ে কাজ করতে চান কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন তাদেরকে নিয়ে আমরা প্যানেল ঘোষণা করব। তবে হলে প্যানেল দেব না, কিন্তু শিবির সমর্থিত প্রার্থী থাকবে হলে।’

এদিকে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা স্পষ্ট নির্দেশনা পাননি। কে কোন পদে দাঁড়াবেন, হল সংসদে নির্বাচন করবেন না কেন্দ্রীয় সংসদে–সে বার্তাও পাননি। এ কারণে দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছেন শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

যদিও শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর বলেন, ‘শাখা ছাত্রদল একমাত্র সংগঠন যারা কেন্দ্র সংসদ এবং হল সংসদ দুই জায়গায়ই প্যানেল দিতে পারবে। আমাদের প্যানেল যাচাই-বাছাই মোটামুটি শেষ। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন রাতেই আমাদের প্যানেলের ঘোষণা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে।’

অপরদিকে, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) এখনো প্যানেল চূড়ান্ত করেনি। তারাও সময় নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়াম বলেন, ‘আমরা একক প্যানেল দেওয়ার সক্ষমতা রাখি। সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের স্বার্থে গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষের যে কারো সঙ্গে আমরা প্যানেল ঘোষণা করতে প্রস্তুত। একইসঙ্গে আমরা হল সংসদ নিয়েও কাজ করেছি। হল সংসদেও আমরা প্যানেল ঘোষণা করতে পারি।’

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জাকসু নির্বাচনে বামপন্থী শিক্ষার্থীরা একটি জোট করে প্যানেল করতে পারেন। তাদের প্যানেলে প্রগতিশীল শিক্ষার্থী, স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি এবং ২৪-এর পক্ষের শক্তির লোকজনকে নিয়েই প্যানেলটি হতে পারে।

আর রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরেও সাধারণ শিক্ষার্থীদের দুইটি প্যানেল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর একটি প্যানেলের নেতৃত্বে থাকতে পারেন গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া গণ-অভ্যুত্থান রক্ষা আন্দোলনের আহ্বায়ক আব্দুর রশিদ জিতু এবং অপর প্যানেলে থাকতে পারেন জাহাঙ্গীরনগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মেহেদী মামুন।